গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার (অধিদপ্তর পর্যায়ের) ডাটাবেজ তথ্য।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ই-এমআইএস কার্যক্রম (DGFP-eMIS)। (স্কেলআপ বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের সর্বস্তরে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রচলনের যে যুগান্তকারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তারই প্রতিফলন হিসাবে পরিবার কল্যাণ খাতেও নতুন নতুন প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা যুক্ত করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন এমআইএস ইউনিটের আওতায় মাঠপর্যায়ে সেবাপ্রদানকারীগণ eMIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ করে থাকেন। eMIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীগণ প্রদত্ত ট্যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে পারেন । একইসাথে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ রিয়েল টাইমে সকল সেবাপ্রদানের তথ্য মনিটর করতে পারেন । *e*MIS কার্যক্রমের প্রধান ফিচারসমূহ হলোঃ - এটি পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অটোমেটেড সিস্টেম। - Online/offline উভয় মাধ্যমে এতে কাজ করা যায়। - সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল জনসংখ্যা নিবন্ধন করা যায়। - ইউনিক আইডি দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাজ ট্রাক করা যায়। - সেবা গ্রহিতার সকল তথ্য সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষিত থাকে। - কমিউনিটি ও ফ্যাসিলিটি পর্যায়ে অর্থাৎ দুই পর্যায়ের কর্মীদের (পরিবার কল্যাণ সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শীকা) উভয়ের মাঝে তথ্য যাচাই বাছাই ও তথ্য বিনিময় করা যায়।	কার্যকর রয়েছে । বর্তমানে দেশের ৪০ টি জেলার ৩১৫ টি উপজেলায় ই-এমআইএস কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	হ্যাঁ, পাচ্ছে। eMIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীগণ প্রদত্ত ট্যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে পারেন । একইসাথে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ রিয়েল টাইমে সকল সেবাপ্রদানের তথ্য মনিটর করতে পারেন ।	http://emis.dgfp.gov.bd সিস্টেমে প্রবেশের জন্য ব্যবহারকারীর ইউজার নাম ও পাসওয়ার্ড আবশ্যক হয় ।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		- রিয়েল টাইম মনিটরিং ও সুপারভিশন করা যায় এবং যেকোনো তথ্য সাথে সাথেই হাল নাগাদ করা যায়। মূলত ৩টি স্তরে *e*MIS কার্যক্রম বিন্যস্ত হয়েছেঃ ১ম স্তরঃ জনসংখ্যা নিবন্ধন সিস্টেম (এখানে নিবন্ধিত প্রত্যেকের ইউনিক আইডি নাম্বার দেয়া হয়)। ২য় স্তরঃ কমিউনিটি ও ফ্যাসিলিটি মডিউল (এখানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা (কাউন্সেলিং) ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সুবিন্যস্ত থাকে এবং কাজ সুপারভিশন করা যায়)। ৩য় স্তরঃ মনিটরিং এন্ড এডমিনিসট্রেটিভ টুলস (এখানে উপজেলা/জেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের, প্রোগ্রাম ম্যানেজারগণ ও সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকি ও মনিটরিং করতে পারবেন)।				
০২.	অডিট আপত্তি অবহিত ও নিষ্পত্তিকরণ [Audit Tracking System (ATS)] (বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২)।	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রায় ১৩০০ কষ্ট সেন্টারের নিরীক্ষা পরবর্তী আপত্তি জানা না থাকার ফলে আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় অডিট আপত্তির অগ্রিম কিংবা খসড়া অনুচ্ছেদে রূপান্তরিত হয়ে পিএ কমিটিতে উপস্থাপিত হয় এবং মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহিতার সম্মুখিত হতে হয়। এই সকল জটিলতা নিরসনের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের Audit Tracking System (ATS) সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়। উদ্দেশ্যঃ ATS সফটওয়্যারে সকল নিরীক্ষা প্রতিবেদন আপলোড করা হলে অধিদপ্তরাধীন সকল আহরণ-ব্যয়ণ কর্মকর্তাগণ সরাসরি ATS সফটওয়্যার থেকে অডিট আপত্তির প্রতিবেদনের কপি সংগ্রহ করে ব্রডশীট জবাব প্রণয়ন করত: তা ATS সফটওয়্যারে সাবমিট	কার্যকর আছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	Audit Tracking System (ATS) সফটওয়্যারটি অনলাইন সার্ভারে স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতি সত্বর নিম্নের ঠিকানায় সংযোগ পাওয়া যাবে http://ats.dgfp.gov.bd	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		ও করতে পারবেন। অত:পর নিরীক্ষা ইউনিট উক্ত আপত্তির জবাব যাচাই বাছাই করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ অধিদপ্তর আওতাধীন প্রায় ১৩০০ জন ডিডিও তাঁদের অডিট আপত্তি প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির জন্য সারা বছর ব্যাপি উৎকণ্ঠা/ উদ্বেগের মধ্যে থাকেন। ATS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তাঁদের অডিট আপত্তি অবহিত হয়ে ব্রডশীট জবাব প্রদান করতে সক্ষম হবেন। সুবিধাঃ (১) পেনশনের জন্য আবেদনকারীগণ ATS সফটওয়্যার-এ লগইন করে অডিট আপত্তির না-দাবী সম্পর্কে জানতে পারবেন। (২) প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে তাঁদের কোন ভিজিটের প্রয়োজন হবে না। ফলে যাতায়াতের জন্য প্রজাতন্ত্রের কোন অর্থ ব্যয় হবে না। (৩) ডিডিওদের অডিট আপত্তির না-দাবী পত্র প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। (৪) আপত্তি অবহিত, না-দাবী প্রদান ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জনবলের সম্পৃক্তা হ্রাস পাবে।				
০৩.	'সুখি পরিবার কল সেন্টার ১৬৭৬৭' সময়: জুলাই ২০১৮।	**'সুন্দর কিছু হোক আলাপে ...'** এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সুখি পরিবার কল সেন্টার ১৬৭৬৭- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল সেবা বিশেষ করে- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাউন্সিলিং সেবা, পরিবার পরিকল্পনার ভিভিন্ন পদ্ধতি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন প্রজজন স্বাস্থ্য, পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সিলিং ইত্যাদি সেবা সারা বছর ২৪/৭ ভিত্তিতে প্রদান করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এজেন্ট ও রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা কল সেন্টারের তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।	সেবাটি অত্যন্ত কার্যকর	হ্যাঁ, ইতোমধ্যে ২.০০ (দুই) লক্ষের অধিক সেবাগ্রহীতা কল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য সেবা গ্রহণ করেছেন।	শর্ট কোড নম্বর ১৬৭৬৭-এ কল করে এ তথ্য সেবা পাওয়া যায়।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৪.	পেনশন সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত। (বাস্তবায়ন: জুন ২০১৭)।	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির সকল কর্মকর্তা এবং অধিদপ্তর পর্যায়ে নিয়োগকৃত সকল কর্মচারীদের পেনশন সেবা কার্যক্রমটির সময়, যাতায়াত সংখ্যা ও ব্যয় হ্রাস করে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে পেনশন সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে এবং প্রশাসন ইউনিট তা বাস্তবায়ন করছে। সহজিকরণের পূর্বে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের ধাপ সংখ্যা ২৯ হতে ২৪ এবং কর্মচারীদের ২৬ হতে ২৩ এ নেমে এসেছে, সেবা প্রদানে ব্যয়িত সময় ৫৬ দিন হতে ৪৮ দিন এবং কর্মচারীদের ৫৪দিন হতে ৪৭দিনে কমে এসেছে, যাতায়াত সংখ্যা ০৪/০৫ বার এর স্থলে ০২ বারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যয় ৫০০০/- হতে ২০০০/- এ নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় ধাপ সংখ্যা বেড়ে গেছে। কারণ, সহজিকরণের পূর্বে উপপরিচালক (পার্সোনেল) পদটিতে দীর্ঘদিন কোন কর্মকর্তা পদায়ন ছিল না, বর্তমানে পদটিতে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে।	পেনশন সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমটি কার্যকর আছে। পেনশন সেবা সহজিকরণের কার্যক্রমটি আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে । উল্লেখ্য, পেনশনগামীদের চেকলিস্ট অনুযায়ী কাগজপত্র সময়মত না পাওয়া ও প্রস্তাবিত ধাপসমূহ আংশিক অনুসরণ করায় কার্যক্রমটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।	পেনশন সেবা সহজিকরণ অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পুরোপুরি না পেলেও পূর্বের তুলনায় দ্রুততার সাথে তাঁদের পেনশন কার্যক্রমটি সম্পন্ন হচ্ছে।	অনলাইনে নেই।	
০৫.	ডিজিটাল হেলথ কার্ড সেবা সহজিকরণ পদক্ষেপ। (বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২)।	২০২০ সালের ১৭ মার্চ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনাব জাহিদ মালেক মহোদয়ের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC)-তে ডিজিটাল হেলথ কার্ড সেবা শুরু হয়। প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের কাছ থেকে হেলথ কার্ড বাবদ ৫০ টাকা নেয়া হয়। এর যাবতীয় আনুষাঙ্গিক ব্যয় যেহেতু সমাজসেবা বিভাগ নির্বাহ করে থাকে। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আয়কৃত অর্থ সমাজসেবা বিভাগে জমা দেয়া হয়ে থাকে। এই ফান্ড গরীব রোগীদের চিকিৎসার টাকা, ঔষধপত্র ও অন্যান্য সেবাদান কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	ডিজিটাল হেলথ কার্ড এর মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমটি MFSTC-তে চলমান রয়েছে।	হ্যাঁ, পাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৬,০০০ জন গর্ভবতী মা-কে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।	MFSTC'র নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে সকল ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও পরিচালিত করা হয়। http://45.251.56.12:9191/BD Hospital MFSTC/ সিস্টেমে প্রবেশের জন্য ব্যবহারকারীর ইউজার	বর্তমানে প্রাথমিক ভাবে শুধু গর্ভবতী মায়েদের ডিজিটাল হেলথ কার্ড দেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্যদের

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		থিয়েটারে অপারেশন নোট তৈরি করা (৭) পোস্ট অপারেশন নোট তৈরি করা (৮) ডেলিভারী নোট তৈরি করা (৯) ল্যাব ব্যবস্থাপনায় এল আই এস সিস্টেম প্রবর্তন করা ও রিপোর্ট প্রদান (১০) এক্সরে ও আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট প্রদান করা (১১) পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান (১২) এম আর এবং ডি এন্ড সি সেবা প্রদান (১৩) হাসপাতালের এমএসআর মজুদ ও বিতরণ কার্যক্রম (১৪) হাসপাতালের ঔষধ মজুদ ও বিতরণ কার্যক্রম (১৫) হিসাব ব্যবস্থাপণা (১৬) ইনডেন্ট সিস্টেম প্রর্বতন করা (১৭) প্রশিক্ষণ এমআইএস তৈরি করা (১৮) সেবাগ্রহীতাদের এসএমএস প্রদান (১৯) রোগীর ছাড়পত্র প্রদান (২০) জন্ম সনদ প্রদান (২১) রেফারেল ফর্ম তৈরি (২২) সেন্ট্রাল সার্ভারের মাধ্যমে হাসপাতালের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।		ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে (৪) সেবার গুনগতমান বৃদ্ধি হয়েছে (৫) আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে (৬) ল্যাব ব্যবস্থাপনায় এলআইএস সিস্টেম প্রবর্তণের মাধ্যমে রিপোর্টিং সিস্টেম দ্রুত হয়েছে (৭) কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে (৮) মনিটরিং সিস্টেম উন্নত হয়েছে (৯) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন হয়েছে (১০) তথ্য সংরক্ষণ ও পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হচ্ছে (১১) তথ্য প্রাপ্যতা সহজলভ্য হয়েছে এবং (১২) মেডিকেল গবেষণার সুযোগ সৃস্টি হয়েছে।		

(মোঃ শাহাদৎ হোসেন)
পরিচালক (এমআইএস) ও ইনোভেশন অফিসার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ফোন: ০২-৫৫০১২৩৫২
ই-মেইল: dirmis@dgfp.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের) তথ্য।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর অনলাইন পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা” (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	চাঁদপুর জেলার উপপরিচালক ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণ এবং মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর জন্য একটি সফটওয়্যার (www.pregnantmothercare.gov.bd) তৈরি করেছে। মে’২০১৯খ্রিঃ মাস হতে সফটওয়্যারটি সম্পূর্ন নতুন আঙ্গিকে বাংলায় “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা” নামে হালনাগাদ করা হয় এবং হালনাগাদ সফটওয়্যারে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলার ০১টি করে ০২টি ইউনিয়নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস পায় । জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁদপুর এবং জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর মহোদয় এ সকল তথ্য অনলাইনে মনিটরিং করে থাকেন । ১৫ মে ২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে আয়োজিত ‘ইনোভেশন শোকেসিং’ কর্মশালায় উদ্ভাবনী উদ্যোগটি উপস্থাপন করা হয় এবং তা আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন করার সুপারিশ	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে।	http://www.pregnantmothercare.gov.bd/	উদ্ভাবক: ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় চাঁদপুর।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে রেপ্লিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ায়, মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যু পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কার্যক্রমটি দলগত অবদানের জন্য কারিগরি ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন পদক-২০১৯ অর্জন করেছে। বর্তমানে ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থপনা কার্যক্রম চাঁদপুর জেলার ০৮টি উপজেলার সর্বমোট ২০টি ইউনিয়নে চলমান রয়েছে।				
০২.	Smart MCH Service Management Software. সংশোধীত শিরোনাম: 'মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল' (ক) গর্ভবতীর আয়না' ও (খ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি উদ্যোগ ('গর্ভবতীর আয়না' ও 'গর্ভবতীর গয়না') এর মাধ্যমে 'মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল' যাত্রার সূচনা হয়। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগনের সম্পৃক্ততা এবং স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সিমিন হোসেন রিমির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কাপাসিয়া উপজেলাকে একটি 'মাতৃমৃত্যু মুক্ত উপজেলা' হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. আনুষ্ঠানিকভাবে এই **উদ্ভাবনী প্রকল্পের পাইলটিং শুরু** হয়। পরবর্তীতে এই কার্যক্রমের সাথে আরও নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীল চিন্তা যুক্ত হয়। এই মডেলের বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবন গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ: (ক) <u>গর্ভবতীর আয়না:</u> গর্ভবতীর তথ্য সংগ্রহ করে 'গর্ভবতীর আয়না' নামক সফটওয়্যারে উপজেলার সকল গর্ভবতী মায়ের (৩৭ টি তথ্য সংবলিত) একটি ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গর্ভবতীর ৪ বার প্রসবপূর্ব (ANC) সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	http://gorvobotirayena-kapasia.com	উদ্ভাবক: জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		হচ্ছে। গর্ভবতী মা কখন, কোথায় এবং কার কাছ থেকে কোন সেবা গ্রহণ করবেন তা সেবা গ্রহণের ০৩ দিন পূর্বে ঐ গর্ভবতী মায়ের মোবাইল ফোনে বাংলায় SMS এর মাধ্যমে জানানো হয়। SMS-এ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম ও সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তির মোবাইল ফোন নম্বর (কর্পোরেট নম্বর) উল্লেখ থাকে। চেকআপের নির্দিষ্ট দিনে গর্ভবতী ও তার স্বামীকে ভয়েস কলের মাধ্যমে চেকআপের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। SMS ও Voice call পাওয়ার পরে গর্ভবতী মা যথাসময়ে প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ করেছেন কী না তা (Color Code) এর মাধ্যমে মনিটরিং এর ব্যবস্থা রয়েছে এই সফটওয়্যারে। (খ) গর্ভবতীর গয়না: 'গর্ভবতীর গয়না' (মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা) মূলত ৪৪ পৃষ্ঠার একটি মা ও শিশু স্বাস্থ্য নির্দেশিকা। মাঠ পর্যায়ে নির্ধারিত ফরমে গর্ভবতীর তথ্য সংগ্রহ করে প্রত্যেক গর্ভবতী মাকে আলাদা ID সহ এই 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা' ইস্যু করা হয়। এটি মূলত গর্ভবতী/ প্রসূতি মায়ের জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা। (গ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্নার: উপজেলার বিভিন্ন স্থান হতে আগত গর্ভবতী/ প্রসূতি মা ও শিশু কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই যাতে একস্থানে সেবা (one stop service) গ্রহন করতে পারেন সে লক্ষ্যে স্থাপন করা হয় এই কর্নারটি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও উপজেলা পরিবার পরিকিল্পনা বিভাগের সমন্বয়ে এই কর্নারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) ও মেডিকেল অফিসার (মা ও শিশু-প.প.) এই কর্নারে অবস্থান করে মা ও শিশুদের সেবা প্রদান করে				

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		থাকেন। গর্ভবতী/ প্রসূতি মা ও শিশুকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে 'মা ও শিশু বান্ধব হাসপাতাল' ঘোষনা করা হয়। (ঘ) ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন: উপজেলার সকল ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনাসেবা সমুহ, সেবা প্রদানকারী ব্যাক্তির নাম, সেবা কেন্দ্রের অবস্থান ও ফোন নম্বরসহ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও জনবহুল স্থানে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়। সর্বসাধারণের কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ মাতৃত্ব, পুষ্টি, কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি সকল তথ্য পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। (ঙ) নেমপ্লেট স্থাপন: তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদানকারীগণের বাড়ির সামনে ঐ সেবাদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিবরণ ও ফোন নম্বরসহ নেমপ্লেট স্থাপন করা হয়েছে। (চ) 'নিরাপদ মাতৃত্ব দেয়াল' স্থাপন: প্রসব পরিকল্পনা, গর্ভ/প্রসবকালীন করণীয়, গর্ভবতীর বিপদচিহ্ন, নবজাতকের বিপদচিহ্ন, জরুরি এ্যাম্বুলেন্স নম্বরসহ অন্যান্য জরুরি ফোন নম্বর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেন্টারের নম্বর (১৬৭৬৭) এবং পরিবার পরিকল্পনা ও নিরাপদ মাতৃত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের দেয়ালে প্রদর্শনের মাধ্যমে জনসাধারনকে সচেতন করাই এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের উদ্দেশ্য। (ছ) গর্ভবতী সমাবেশ আয়োজনঃ প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রতি ৩ মাস অন্তর গর্ভবতী সমাবেশ আয়োজন করে গর্ভবতী ও তার				

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		পরিবারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধসহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। অদক্ষ দাইয়ের মাধ্যমে বাড়িতে প্রসব করানোকে নিরুৎসাহিত করা এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে তথা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি করাতে গর্ভবতী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা। **সাফল্য:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ১০০ উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল 'জনপ্রশাসন পদক- ২০২০' অর্জন করে।				
০৩.	মা সমাবেশ (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)	প্রতি ২ (দুই) মাসে প্রত্যেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ইউনিয়নের সকল গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মাদের সমাবেশ করে এএনসি সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, আয়রন/ফলিক এসিড প্রদান , প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সেবা প্রদান করা ও তাদের মোবাইল ফোনে ট্রেকিং /যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ডেলিভারীর ব্যাবস্থা করা হয়। প্রসবের পরপর পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়।	আইডিয়াটি কার্যকর রয়েছে। প্রথমে আইডিয়াটি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় শুরু হয়। বর্তমানে তা কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় রেপ্লিকেশন হচ্ছে।	হ্যাঁ, সেবাগহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।		জনাব বিধান কান্তি রুদ্র, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। বর্তমানে: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার।
০৪.	পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রায় ৪,৫০০ পোশাক কারখানা একটি গুরুত্বপূর্ন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পোশাক শিল্প রপ্তানীতে (প্রায় ২৫ বিলিয়ন ইউ এস ডলার) আমরা বিশ্বে এক নাম্বার, যেখানে প্রায় ৪২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন, যার প্রায়	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। এ পর্যন্ত পোশাক কারখানায় সরাসরি ৫০০ টি		জনাব প্রদীপ চন্দ্র রায়, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	কর্ণার স্থাপন ও সেবা প্রদান। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুলাই ২০২১)	শতকরা ৮৫ ভাগ মহিলা। দেশের মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ আসে পোশাক শিল্প কারখানা থেকে। শিল্প নগরী নারায়ণগঞ্জ জেলায় শত শত গার্মেন্টস শিল্প রয়েছে। আর এ গার্মেন্টস কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। দিনে ও রাতের বেশীর ভাগ সময়ই শ্রমিকরা কাজে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু গার্মেন্টসে কর্মীরা দিনের সম্পূর্ন সময় তাদের কর্মস্থলে থাকেন, সেহেতু পরিবার পরিকল্পনার মাঠ কর্মীগণ নিয়মিত তাদের সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের গার্মেন্টস কর্মীরা সরকারের বিনামূল্যে প্রদানকৃত পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি, গর্ভবতী মায়ের চেক আপ, নরমাল ডেলিভারীর ব্যবস্থা করা, মাসিককালীন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ সকল ধরণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং ধারা অনুযায়ী সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সমাজের এই অবহেলিত সংখ্যক স্বাস্থ্য সেবার বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার জন্য উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে সরাসরি শ্রমিক ভাইদের সাহায্যে বেসরকারী শিল্প কারখানায় স্থাপন করা হলো পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার। উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় প্রথমবারের মত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে সরাসরি পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। বিদ্যমান সম্পদ, জনবল, ঔষধপত্র বরাদ্দের উপর নির্ভর করে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। মালিকপক্ষ ও পোশাক কারখানার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে		স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৬৬১৯ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		সেবা প্রদান কালে গার্মেন্টস কর্মীদের পর্যায়ক্রমে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে পাঠাতে পারে এবং এতে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় না। প্রকল্পের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে গার্মেন্টস কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেকশনভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাতে সেবা গ্রহণকালের সময়ে উপস্থিত থেকে কর্মীগণও সেবা গ্রহণ করতে পারে। **পোশাক শিল্পে স্যাটেলাইট কর্ণার সেবার অর্জনঃ** ১। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি ও পারিবারিক পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি। ২। গার্মেন্টসে কর্মীদের ছুটির প্রবনতা কমেছে ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩। মালিক পক্ষের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহবোধ সৃষ্টি হয়েছে। ৪। মোট প্রজনন (TFR) হার হ্রাস ও অপূর্ণ চাহিদার ঘাটতি। ৫। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ৬। মাতৃমৃত্যুর ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। ৭। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮। বিদেশী ক্রেতাদের সন্তুষ্টি (Buyers Satisfaction) হয়েছে।				
০৫.	দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুলাই ২০২১)	নোয়াখালী জেলাধীন বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব সেবা চালুর মাধ্যমে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা চালুকরণ। বাড়িতে প্রসবের অনুপযুক্ত পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত গ্রাম্য দাইয়েরা ঝুঁকিপূর্ণ প্রসবসেবা দিয়ে থাকে। মায়ের প্রসবকালীন জটিলতা বৃদ্ধি পায়। উদ্ভুত জটিলতার ব্যবস্থাপনা করা অপ্রশিক্ষিত দাইদের পক্ষে	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে। এই উদ্ভাবনী ধারণা কার্যকর হওয়ার কারণে দূর্গাপুর ইউনিয়নে স্বাভাবিক প্রসব	https://www.facebook.com/profile.php?id	উদ্ভাবক: জনাব এ কে এম জহিরুল ইসলাম, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নোয়াখালী।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		সম্ভব হয় না। দাইদের অদক্ষতার কারণে মা ও নবজাতকের অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। যথাসময়ে উপযুক্ত সেবাকেন্দ্রে রেফার করা যায় না। ফলে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর অনেক ঘটনা ঘটে, যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য। বিদ্যমান অবকাঠামো, জনবল ও লজিস্টিকস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ।		সেবা মোট অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।	=1000 85 96720 6997	
০৬.	মায়ের ক্লাব (Mothers Club)-এর সম্পৃক্ততায় প্রসবপূর্ব সেবা-৪ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২১ রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন শুরু)	একটি ওয়ার্ডে যতগুলো বাড়ি আছে, প্রত্যেক বাড়ি হতে একজন করে বিবাহিত এবং সামাজিক কর্মকান্ডে আগ্রহী মহিলাকে সদস্য হিসেবে নিয়ে পরিবার কল্যাণ মাতৃসঙ্ঘ গঠন এবং তাদের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবায় শতভাগ সফলতা অর্জন, বাল্য বিবাহ মুক্ত সমাজ গড়া এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	আইডিয়াটি কার্যকর নেই। উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে কার্যক্রমটি চলমান নেই।	কার্যক্রমটি চলমান নেই।		উদ্ভাবক: জনাব ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফেনী সদর,ফেনী।
০৭.	জরায়ুর মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং কার্যক্রম। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন : জুলাই ২০২১) সংশোধীত শিরোনাম: বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও	কুষ্টিয়া তথা বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। বাংলাদেশে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের উচ্চ হারের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে বাল্য বিবাহ, অল্পবয়সে যৌন সহবাস, অধিক সন্তান জন্মদান, যৌনবাহিত রোগসমূহ এবং নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থা যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সর্ম্পকিত। এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এর গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল মহিলা	আইডিয়াটি কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।		উদ্ভাবক: জনাব ওমর ফারুক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি	এসএসিএমও এবং এফডব্লিউভিদের জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) বিষয়ক ১০ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপ-পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয়। এই সেবা কার্যক্রম এর সাথে সাথে খুব সহজেই সেবা গ্রহীতাকে কাউন্সেলিং এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে `xN©•gqvw` পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। **নতুনত্ব (Novelty/Value addition):-** বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এটাই প্রথম। উল্লেখ্য এই সেবার সাথে সমন্বয় (linkage) করে দীঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি করার ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রমে ভিন্ন মাত্রা (new dimension) যুক্ত করবে।				
০৮.	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি ড্রপআউট হার কমানো (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুন ২০১৭)	গ্রাম পর্যায়ে গর্ভবতী ও গর্ভত্তোর মায়েরা যথাযথ সেবা পাচ্ছেনা। এমনকি তারা অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা ডেলিভারী করার ক্ষেত্রে অসচেতন, অনাগ্রহী। সেবা প্রদান কারীরাও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক নন। ফলে সকল মায়ের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না এমনকি নবজাতক অসুস্থতায় ভুগছে মারাও যাচ্ছে। অন্যদিকে খাবার বড়ি গ্রহনকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী কিন্তু মায়েদের খাবার বড়ি দৈনিক খেতে ভুলে যাওয়া। খাবার বড়ি খাবার নিয়মাবলী সঠিক ভাবে না জানা, ফলোআপ ও খাবার বড়ি যথাসময়ে না পাওয়ায়	কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২২ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর অগ্রগতি ২৬৫২০ জন।		উদ্ভাবক: জনাব নাসিমা ইয়াসমিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া (অবসরপ্রাপ্ত)। বর্তমানে: জনাব ওমর ফারুক, উপজেলা পরিবার

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		অনাকাংখিত গর্ভধারনের ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি বাধার সম্মুখিন হচ্ছে । এমনকি মায়েদের বিরাট অংশ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে । এই দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জনগণের দোর গোড়ায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনার সেবা পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীর ড্রপ আউটের হার কমানো বিষয়টি উদ্ভাবনী প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয় । গর্ভবর্তী মা ও খাবার বড়ি গ্রহীতাদের ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। গর্ভবতী মা ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীদের যথাসময়ে যথাযথ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সচেতন করার জন্য ও সেবা নেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানমুখী করা। প্রতিমাসে প্রত্যেকটি মায়ের সঙ্গে অন্তত দুইবার যোগাযোগ করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। নির্ধারিত এলাকায় গর্ভবতী মা ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীদের মোবাইল নম্বরসহ ডাটাবেজ তৈরী। গর্ভবতী মাদের সাথে কি কি সেবা কখন ও কোথায় দেয়া হবে সে সর্ম্পকে গ্রুপ মিটিং (স্লাইড সো) করা। পরবর্তীতে সেবা কেন্দ্রগুলিতে আসা ও নিয়মিত চেকআপ করা। দক্ষ সেবা প্রদানকারী বা প্রতিষ্ঠানে ডেলিভারী করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। খাবার বড়ি গ্রহনকারী ও গর্ভবর্তী মায়েদের মাসে কমপক্ষে ৪ দিন ই-কাউন্সিলিং করা এবং প্রয়োজনের রেফার করা। গর্ভবর্তী মা ও খাবার বড়ি গ্রহীতাদের ডাটাবেজ তৈরী করার ফলে মনিটরিং সুপারভিশন সহজতর হয়েছে। মায়েদের সেবার মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষ সেবা প্রদানকারী দ্বারা ডেলিভারী সম্পন্ন হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাবার বড়ি গ্রহণকারী ড্রপআউটের হার কমেছে ও				পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		অনাকাঙ্খিত গর্ভধারন হয়নি। এ সমস্ত সেবা নিতে মায়েদের সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয় হচ্ছে। মায়েদের ভোগান্তি কম হচ্ছে। জুন/২০১৪ মাসে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর ইউনিয়নের ১/খ ইউনিটে পাইলট প্রকল্প হিসেবে কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে প্রথম ১২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পের পর্যালোচনা, শোকেসিংও শেয়ারিং' কর্মশালায় তা উপস্থাপন করা হয়। উক্ত শোকেসিং কর্মশালায় এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন এর সুপারিশ করা হয়। শোকেসিং কর্মশালার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জুলাই/২০১৭ মাস হতে তা কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় রেপ্লিকেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়। সাফল্য: এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ করে এবং জনপ্রশাসন পদক-২০১৭ অর্জন করে।				
০৯.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ড্রপআউট হার কমানো। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুন ২০১৭) সংশোধীত শিরোনাম:	ডিপো কর্ণার: ৬০ জন সক্ষম দম্পতি নিয়ে একটি কর্ণার যেখানে একজন স্বেচ্ছাসেবক থাকবে (সন্তোষজনক গ্রহীতা বা সাবেক জিও/এনজিও কর্মী স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন)। কর্ণারটি স্বেচ্ছাসেবকের বাড়িতে। ডিপো কর্ণারে পরিবার কল্যাণ সহকারি যেয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ন্যায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, গর্ভবতি মায়ের সেবা, কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবকের কাছে ৬০ জন সক্ষম দম্পতির তালিকা থাকে, কে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা উল্লেখ থাকে	আইডিয়াটি কার্যকর নেই। পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে আইডিয়াটি কার্যকর নেই।	উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে রেপ্লিকেশন		জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নড়াইল সদর, নড়াইল। পরবর্তীতে: জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপজেলা

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	ডিপো কর্ণার সৃজন ও মোবাইল ভয়েস কল প্রেরণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ও প্রসবপূর্ব/পরবর্তী সেবার ড্রপআউট হ্রাসকরণ। (পাইলটিং: জানুয়ারি ২০১৮)।	তালিকায়। যদি কোন দম্পতি কর্ণারে উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে পরবর্তিতে স্বেচ্ছাসেবকের নিকট মজুদকৃত কন্ট্রসেপটিভস ও আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট (আইএফএ) থেকে তার সুবিধা মতো সময়ে গ্রহণ করতে পারে। মাসে ১ বার বা ২ বার কর্ণারে সেবা প্রদান করে থাকে। মাসের শেষে রেজিস্টারের সঙ্গে মজুদের সমন্বয় করা হয় । এ পদ্ধতিতে এক মাসের মধ্যে প্রায় ৯০% দম্পতিকে সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়। পূর্বে এ হার ছিল ৩০-৪০%। ফলে, ড্রপ আউট এর হার কমে যায়। উল্লেখ্য যে, সেবা প্রদানকারীকে গর্ভবতিদের চেকআপ করার জন্য বিপি মেশিন, স্টেথেস্কেপ ও ওয়েট মেশিন প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে নড়াইল সদর উপজেলার মাত্র একটি ইউনিয়নের দুটি ইউনিটে ১৯৫০ জন সক্ষম দম্পতি নিয়ে জুন, ২০১৪ সালে এ পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ভাবকের বদলিজনিত কারণে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রাথমিকভাবে তিনটি ইউনিয়নে পাইলটিং শুরু হয় জানুয়ারি/২০১৮ সালে। তাছাড়া কর্নার ভিত্তিক সেবার পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতেও এ সেবা দেয়ার জন্য চালু করা হয় মেবাইলে ভয়েস কল। তাই স্বয়ংক্রিয় ভয়েস কলের মাধ্যমে গর্ভবতি মহিলাদের সচেতন করার জন্য তৈরী করলেন ওয়েব ভিত্তিক কাস্টমাইজড সফটওয়ার, সেখান থেকে গর্ভবতি মহিলাদের প্রসবপূর্ব ও পরবর্তি জরুরী সেবা ও আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এখন, (জানুয়ারি/২০১৮ খ্রি. থেকে) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় একইভাবে পাইলটিং আকারে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।				পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।
১০.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) প্রজনন	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউএনও, উপজেলা মধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর সাথে সমন্বয়পূর্বক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নির্বাচিত বিদ্যালয় সমূহে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় টীম সদস্যবৃন্দকে সাথে নিয়ে কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য,	এপ্রিল ২০২২ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল । বর্তমানে উক্ত কর্মকর্তা প্রমোশন	হ্যাঁ পাচ্ছে। পঞ্চগড় সদর উপজেলার কিশোর-কিশোরীরা মাসিক	https://drive.google.com/file/d/1A14cvvb	উদ্ভাবক: জনাব সাবিহা কবির, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা,

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচারণা। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: সেপ্টেম্বর ২০১৯) সংশোধীত শিরোনাম: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি ভিত্তিক কৈশোরকালীন প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন :	ব্যক্তিগত পরিচ্ছনতা, বিজ্ঞানসম্মত মাসিক ব্যবস্থাপনা, টি টি টিকা, বাল্যবিবাহ ও এর ঝুঁকি , প্রজনন অংগসমূহের যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবে। সাথে একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সরাসরি সেবাদান চলমান থাকবে। প্রেজেন্টেশন পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল, অর্থাৎ, মাল্টিমিডিয়া ব্যাবহার করে অডিও, ভিডিও, ডকুমেন্টারি (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট কর্তৃক নির্মিত) সহকারে সেশন পরিচালিত হবে । এতে জনগণের দোরগোঁড়ায় সেবা পৌছানো সম্ভব হবে, একই সাথে সেবার সহজীকরণও সম্ভব হবে ।	জনিত কারণে যশোর জেলায় বদলী এবং প্রাক্তন কর্মস্থল পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে রেগুলার ভিত্তিতে কর্মকর্তা পদায়িত না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ স্থগিত আছে। ক্যাম্পেইনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি চলমান রাখার জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।	চলাকালে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের এডোলেসেন্ট কর্ণারে গমন ও অধিক মাত্রায় তাদের সেবা গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।	oHZX943fyI-5Vvjfsct7vDVVT/view?usp=sharelink	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

২৮.১১.২০২২

(মোঃ শাহাদৎ হোসেন)
পরিচালক (এমআইএস) ও ইনোভেশন অফিসার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ফোন: ০২-৫৫০১২৩৫২
ই-মেইল: dirmis@dgfp.gov.bd